যুগান্তর

তারিখ 14 SEP 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দুর্বৃত্তদের বোমা হামলায় বুধবার রাতে পুড়ছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস — যুগান্তর

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের তাণ্ডব

বাসে আগুন, বোমা ভাংচুর, ভিসি অফিসে তালা

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

ছাত্রলীগের তালিকা অনুযায়ী নিয়োগ দিয়েও রক্ষা পাচ্ছে না ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। সরবরাহ করা তালিকার সব প্রার্থীর চাকরি নিশ্চিত করতে একের পর এক নৈরাজ্য সৃষ্টি করে চলছে ছাত্রলীগ। নিয়োগে খুশি হতে না পেরে ছাত্রলীগ কর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অফিস ভাঙচুর, গাড়ির চাবি ছিনতাই, বোমা মেরে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বাস ভস্মীভূত করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অফিসে তালা ঝুলিয়ে পুরো ক্যাম্পাস অচল করে দিয়েছে। ছাত্রলীগ ও তাদের আন্ডারগ্রাউন্ডের নৈরাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোটি কোটি টাকা ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। ক্যাম্পাসে নৈরাজ্য সৃষ্টির ফলে সাধারণ শিক্ষার্থীদের মাঝে আতংক বিরাজ করছে।

জানা যায়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১৭তম সিন্ডিকেট সভায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন দলীয় বিবেচনায় ছাত্রলীগের দেয়া তালিকা অনুযায়ী ৫৪ পদের বিপরীতে ১৫২ জনের চাকরি দিয়েও রক্ষা পাচ্ছে না। ছাত্রলীগ তাদের তালিকা অনুযায়ী চাকরি মনঃপূত না হওয়ায় বিভিন্নভাবে ক্যাম্পাস অস্থিতিশীল করে চলেছে। ইতিপূর্বে তারা গোপনীয়ভাবে বিভিন্ন পন্থায় ক্যাম্পাস অচল করলেও বুধবার থেকে তারা প্রকাশ্যে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন দফতর ভাঙচুরসহ নৈরাজ্য সৃষ্টি করে।

তাণ্ডব : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৩

তাণ্ডব : ছাত্রলীগের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বোমা হামলা : বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আবাসিক এলাকায় রাত সাড়ে ১২টার দিকে অজ্ঞাত সন্ত্রাসীদের ছোড়া বোমায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বাসে আগুন লেগে ভস্মীভূত হয়। আগুনে পাশে থাকা আরও দুটি বাসের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় এক কোটি টাকা বলে ধারণা করা হচ্ছে। মধ্যরাতে বোমা হামলা হওয়ায় বিকট শব্দে পুরো ক্যাম্পাস প্রকম্পিত হয়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক বলেন, আমরা চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্য দিয়ে এখানে বাস করছি। এদিকে বোমা হামলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস পুড়ে ছাই হওয়ার ঘটনায় শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের মাঝে আতংক বিরাজ করছে।

অফিস ভাঙচুর : চাকরি নিয়োগ সিন্ডিকেট শেষ হওয়ার দুই দিনের মাথায় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক গ্রুপের নেতাকর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অফিসে ব্যাপক ভাঙচুর করে। এরপর বৃহস্পতিবার ছাত্রলীগের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক গ্রুপের নেতাকর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য আইন বিভাগের প্রফেসর ড. সেলিম তোহার রুম ভাঙচুর করে, পরে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টার, প্রকৌশল অফিস, প্রশাসন ভবনে অবস্থিত ভিসির কার্যালয়, পরিবহন প্রশাসকের দফতরসহ গুরুত্বপূর্ণ ১০টি অফিসে ব্যাপক ভাঙচুর করে। ভাঙচুরের ঘটনায় প্রায় ১৫ লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এদিকে সকাল সাড়ে ৯টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেয় ছাত্রলীগ।

ট্রেজারারকে ধাওয়া : গতকাল দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার প্রফেসর ড. শাহজাহান আলীকে ভবিষ্যতে ক্যাম্পাসে নিষেধ করে ছাত্রলীগ কর্মীরা তাকে গাড়িতে তুলে দেয়। তিনি গাড়িতে করে ক্যাম্পাস থেকে বের হতে গেলে পেছন দিয়ে তাকে ধাওয়া করে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। এ সময় তারা ক্যাম্পাসে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে মহড়া দিতে থাকে।

সব অফিসে তালা : রাতে বোমা হামলা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দফতরে ছাত্রলীগের ভাঙচুরের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সব অফিসে তালা ঝুলতে দেখা গেছে। ভয়ে ও আতংকে ক্যাম্পাসে আসা শিক্ষক-কর্মকর্তারা অফিসে তালা দিয়ে ক্যাম্পাস ত্যাগ করে।

প্রশাসন নির্বিকার : শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে ভিসির বৈঠক থাকায় গতকাল ভারপ্রাপ্ত ভিসি হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন প্রোভিসি প্রফেসর ড. কামাল উদ্দিন। ক্যাম্পাসে বোমা হামলা, দিনভর বিভিন্ন অফিসে ভাঙচুরের মতো ঘটনা ঘটলেও হামলাকারীদের নিবৃত্ত করতে কোন ব্যবস্থা নিতে তাকে দেখা যায়নি। অভিযোগ উঠেছে যারা এই নৈরাজ্যের সঙ্গে জড়িত তারা প্রোভিসির কাছের লোক। এ বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বঙ্গবন্ধু পরিষদের একাধিক শিক্ষক বলেন, ক্যাম্পাসে নৈরাজ্য সৃষ্টির পেছনে প্রোভিসির ইন্ধন রয়েছে। ভিসির অনুপস্থিতির সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ক্যাম্পাসকে অচল করে প্রোভিসি ভবিষ্যতে ভিসি হওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছেন।'

ভিসি ও ছাত্রলীগের বক্তব্য : ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুজ্জামান তুহিন অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ছাত্রলীগ এসব ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। চাকরিবঞ্চিতরা হামলা ও ভাঙচুর চালিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি প্রফেসর ড. কামাল উদ্দিন বলেন, 'এখন নো কমেন্টস। ফাইনালি পর্যবেক্ষণ করে ব্যবস্থা নেয়া হবে।' ভিসি প্রফেসর ড. এম আলাউদ্দিন বলেন, 'শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক থাকায় আমি বর্তমানে ঢাকায় অবস্থান করছি। প্রোভিসি ভারপ্রাপ্ত ভিসির দায়িত্বে রয়েছেন। বিভিন্ন মাধ্যমে ক্যাম্পাসে নৈরাজ্যের সংবাদ আমি শুনেছি। আমি নিজে পরিস্থিতি শান্ত করতে কুষ্টিয়া জেলার ডিসি ও এসপিকে তৎপর হওয়ার জন্য ফোন করেছি। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গেও এ ব্যাপারে আমার কথা হয়েছে। রাতেই ঢাকা থেকে ক্যাম্পাসে ফিরে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।